Sanskrit (G) Sem-II

আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ডোমজুর, হাওড়া'র সেমেস্টার-II, সংস্কৃত বিভাগ (জেনারেল) -এর ছাত্রছাত্রীদের 'করোনা' পরিস্থিতিতে বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার সুবিধার্থে সিলেবাসের অন্তর্গত 'শুকনাসোপদেশঃ' 'পাঠ্যাংশটি' অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সংস্কৃত বুক ডিপো (২৮/২, বিধান সরণী, কলকাতা-৬) কর্তৃক প্রকাশিত বই থেকে P.D.F. আকারে প্রদত্ত হল, আশা করি এর দ্বারা প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

Teacher- Sukanta Kamrar
Azad Hind Fouz Smriti Mahavidyalaya,
Domjur, Howrah.

Scanned with CamScanner

কাদম্বরী

(কথামুখ ও শুকনাসোপদেশঃ একত্রে)

অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

SBD

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬

Scanned with CamScanner

শুকনাসোপদেশঃ

অপরে তু স্বার্থনিষ্পাদনপরৈর্ধন-পিশিত-গ্রাস-গৃধ্রৈরাস্থান-নলিনীবকৈঃ(৫৫)।

দ্যূতং বিনোদ ইতি, পরদারাভিগমনং বৈদগ্ধ্যমিতি, মৃগয়া[৫৬] শ্রম ইতি, পানং বিলাস ইতি, প্রমত্ততা[৫৭] শৌর্যমিতি, স্বদারপরিত্যাগঃ[৫৮] অব্যসনিতেতি গুরুবচনাবধীরণমপর-প্রণেয়ত্বমিতি, অজিতভৃত্যতা[৫৯] সুখোপসেব্যত্বমিতি, নৃত্য[৬০]-গীত-বাদ্য-বেশ্যাভিসক্তিঃ[৬১] রসিকতেতি,

---

বঙ্গানুবাদ - অপর কোন কোন রাজা আছেন, যাঁদের সভায় স্বার্থসম্পাদনরত, ধনরূপ মাংসগ্রহণে শকুনির মত এবং সভামন্ডপরূপ পদ্মের বক পাখীর মত কতকগুলি লোক অবস্থান করে(ক)।

(ক) অপর ইতি। অপরে তু রাজানো বক্ষ্যমানরূপেণ দোষানপি গুণ পক্ষমধ্যারোপয়দ্ভির্ধূর্তৈঃ স্তুতিভিঃ প্রতার্য্যমাণাঃ সর্বজনস্যোপহাস্যতামুপযান্তীতি দূরেণান্বয়ঃ। প্রথমং ধূর্ত্তবিশেষণান্যাহ স্বার্থেতি। স্বার্থনিষ্পাদনপরৈঃ, তদর্থমেব প্রতারণাধ্যাবসায়াদিতি ভাবঃ। ধনান্যেব পিশিতানি মাংসানি যেষাং গ্রাসে গৃধ্রৈঃ পক্ষিবিশেষৈঃ। অত্র পরম্পরিতরূপকমলঙ্কারঃ। আস্থানং সভৈব নলিনী সুন্দরত্বাদ্বিচিত্রত্বাচ্চ পদ্মিনী তস্যা বকৈঃ পক্ষিবিশেষৈঃ। ধূর্ত্তবকপক্ষিণো যথা পদ্মিনীমাশ্রিত্য তত্পত্রাবৃতদেহা মত্স্যান্ প্রতারয়ন্তঃ সহসা চঞ্চুপুটেন গৃহ্নন্তি, তথা ধূর্ত্তা জনা অপি রাজানমাশ্রিত্য পরান্ প্রতারয়ন্ত স্তদীয়ধনং গৃহ্নন্তীতি ভাবঃ। অত্রাপি পরম্পরিতরূপকমলঙ্কারঃ।

---

(৫৫) ধূর্ত্তবকৈঃ।

(৫৬) মৃগয়াং। (৫৭) প্রমত্ততাং। (৫৮) পরিত্যাগং। পরিত্যাগেষু। (৫৯) অজিতভৃত্যতা। (৬০) নৃত্ত.....। (৬১) অভিশক্তিং।

Scanned with CamScanner

মহাপরাধানাকর্ণনং[৬২] মহানুভাবতেতি, পরিভবসহত্বং[৬৩] ক্ষমেতি, স্বচ্ছন্দতা[৬৪] প্রভুত্বমিতি, দেবাবমাননং মহাসত্ত্বতেতি, বন্দিজনখ্যাতিঃ[৬৫] যশ ইতি, তরলতা[৬৬] উত্সাহ ইতি, অবিশেষজ্ঞতা[৬৭] অপক্ষপাতিত্বমিতি, (খ)

দোষানপি গুণপক্ষমধ্যারোপয়দ্ভিরন্তঃ স্বয়মপি বিহসদ্ভিঃ প্রতারণকুশলৈর্ধূর্তৈরমানুষোচিতাভিঃ[৬৮] স্তুতিভিঃ প্রতার্য্যমাণা বিত্তমদমত্তচিতা নিশ্চেতনতয়া[৬৯] তথৈবেত্যাত্মন্যারোপিতালীকাভিমানাঃ[৭০] মর্ত্ত্যধর্মানোঽপি দিব্যাংশাবতীর্ণমিব সদৈবতমিবাতিমানুষম্[৭১]

বঙ্গানুবাদ - সেই ধূর্তরা বলে যে, পাশাখেলা হল আমোদ, পরস্ত্রিগমন হল চতুরতা, মৃগয়া হল ব্যয়াম, মদ্যপান হল বিলাসিতা, কোন বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন না করাই হল বীরত্ব, নিজপত্নীকে ছেড়ে থাকাই হল অনাসক্তি, গুরুর উপদেশ না মেনে চলা হল অনধীনতা, ভৃত্যদের দণ্ড না দিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া হল তাদেরকে সুখে শুশ্রূষা করতে দেওয়া, নৃত্য গীত, বাদ্য ও বেশ্যাতে আশক্তি হল রসিকতা, গুরুতর অপরাধও শ্রবণ না করা মহানুভবতার পরিচয়, অন্যের তিরস্কার সহ্য করাটা হল ক্ষমা, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রভুত্ব এবং দেবতাদের অবমাননা করা মহাবলশালীতার পরিচয়, স্তুতিপাঠকের প্রশংসাই যশ, চপলতাই হল উৎসাহ এবং সূক্ষ্মরূপে কাজের পর্য্যালোচনা না করা হল অপক্ষপাতিত্ব(খ)।

(খ) দোষানাং গুণপক্ষেষ্বধ্যারোপণং প্রদর্শয়ন্নাহ দূতমিত্যাদি। দ্যূতম্ অক্ষক্রীড়াদি, বিনোদ আমোদকরব্যাপারঃ ইতি ইত্যুক্ত্যা। বস্তুতস্তু দ্যূতং দোষ এবেতি ভাবঃ । বস্তুতস্তু পরদারাগমনং পাপজনকমায়ুক্ষয়করশ্চেতি ভাবঃ। শ্রমো ব্যয়ামঃ হিংসাত্মকত্বাৎ প্রাণনাশসম্ভবাচ্চ মৃগয়া মহান্ দোষ ইতি ভাবঃ। পানং সুরাসেবনং বিলাসো ভোগবিশেষঃ। বস্তুতস্তু সুরাপানং মহাপাতকমিতি ভাবঃ। প্রমত্ততা অনবধানতা অমাত্যাদীনাং বিদ্রোহাচরণেঽপি তদদর্শিতেত্যর্থঃ শৌর্য্যম্ উদ্বেগাভাবাত্ বীরত্বম্। বস্তুতস্তু স স্বোচ্ছেদকরো মহান্ দোষঃ। অব্যসনিতা

(৬২) মহাপরাধাবকর্ণনং/ মহাপরাধানবকর্ণনম্। (৬৩) পরাভবসহত্বং। (৬৪) স্বচ্ছন্দতাং। (৬৫) খ্যাতিং। (৬৬) তরলতাম্। (৬৭) অবিশেষজ্ঞতাম্।

(৬৮) অমানুষলোকোচিতাভিঃ। (৬৯) মত্তনিশ্চয়েন। (৭০) তথেতি/ যথেতি, আত্মারোপিত। (৭১) অতিমানুষ্যক্ত

Scanned with CamScanner

আত্মানমুত্প্রেক্ষমাণাঃ প্রারব্ধদিব্যোচিত-চেষ্টানুভাবাঃ সর্বজনস্যোপ-হাস্যতামুপযান্তি (গ)।

এইভাবে প্রতারণানিপুণ ধূর্ত্ত লোকেরা দোষগুলোকেও গুণের দলে আরোপ করে এবং নিজেরাই মনে মনে উপহাস করতে দেবতার মতন স্তবের দ্বারা রাজাদের প্রতারণা করতে থাকে। রাজারা একে ধনের অহঙ্কারে সবসময়ে উন্মত্ত, তাতে আবার এরূপ স্তব করায় একেবারেই চৈতন্যহীন হয়ে পড়েন, সুতরাং 'লোকে যখন এরূপ বলছে, তখন আমি এরূপই বটে' এভাবে মিথ্যা স্তুতিকে যর্থাথ ভেবে নিজেদের উপরে মিথ্যা অভিমান আরোপ করেন। মানুষ হয়েও নিজেদের যেন দেবতার অংশে অবতীর্ণ অথবা কোন দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত ভাবেন। তাই নিজেকে দেবতা বলে ভেবে দেবতার মত কাজ ও প্রভাব দেখাতে গিয়ে সমস্ত লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হয়ে পড়েন।(গ)

অনাসক্তিঃ। প্রকৃতে তু স গুরুতরপাপজনক এব। গুরুবচনস্য গুরূপদেশস্য অবধীরণমবজ্ঞয়া লঙ্ঘনম্, অপরপ্রণেয়ত্বং স্বাধীনতাপ্রকাশাদনন্যবশ্যত্বম্। প্রকৃতে তু হিতানাদরণাত্মহান্ দোষ এব। অজিতভৃত্যতা ভৃত্যানাং স্বাধীনতেত্যর্থঃ সুখোপসেব্যত্বং যথেচ্ছাচরণসম্ভবাদনায়াস পরিচর্য্যার্হত্বম্। বস্তুতস্তু সা বিশেষহানিজনিকৈব । রসিকতা তত্ত্বদ্রসগ্রাহিত্বং গুণ এবেতি তেষাং ভাবঃ। প্রকৃতে তু কামজদোষ এব। মহতঃ অপরাধস্য অনাকর্ণনমশ্রবণং মহানুভাবতা অকিঞ্চিৎকরত্বেনোপেক্ষণান্মহাপ্রভাবশালিত্ব-পরিচয়ঃ।প্রকৃতে তু অবিচারো দোষ এব। পরিভবসহত্বং পরকৃততিরস্কারসহিষ্ণুত্বং ক্ষমা তিতিক্ষাগুণঃ । প্রকৃতে তু জড়ত্বম্। স্বচ্ছন্দতা স্বেচ্ছাচারিত্বম্, প্রভুত্বং স্বাধীনতা। প্রকৃতে তু সা অকারণপরানর্থজনকতয়া মহান্ দোষ এব। দেবানাম্ অবমাননমবজ্ঞা, মহাসত্ত্বতা তেষামপি তুচ্ছতাজ্ঞানান্মহাবলবত্তা। প্রকৃতে তু নির্বুদ্ধিতা। বন্দিজনখ্যাতিঃ স্তুতিপাঠককৃতপ্রশংসৈব যশঃ। বস্তুতস্তু সা বেতনদানফলমাত্রমিতি ভাবঃ। তরলতা সর্বকার্য্যেষু চাপল্যম্, উত্সাহঃ। প্রকৃতে তু কার্য্যহানিকরমগাম্ভীর্য্যং দোষ এব অবিশেষজ্ঞতা অসূক্ষ্মপর্য্যালোচনম্ অপক্ষপাতিত্বম্ অপরাধিনোঽপি দোষাননুভাবনাত্ সমবৃত্তিত্বং গুণঃ। প্রকৃতে তু দোষিণোঽপি তিরস্কারাসম্ভবাত্ গুনিনোঽপি চ পুরস্কারাসম্ভবাত্ মূর্খতৈবেতি ভাবঃ(খ)

(গ) দোষানিতি। গুণপক্ষং গুণশ্রেণ্যন্তর্ভাবম্। অন্তরন্তঃকরণেষু। বিহসদ্ভিঃ

আত্মবিড়ম্বনাঞ্চানুজীবিনা জনেন ক্রিয়মাণামভিনন্দন্তি(ঘ)।

মনসা দেবতাধ্যারোপণপ্রতারণা[৭২]-সম্ভূত-সম্ভাবনোপহতাশ্চান্তঃ প্রবিষ্টাপরভুজদ্বয়মিবাত্মবাহুযুগলং সম্ভাবয়ন্তি(ঙ)।

অনুচরেরা নিজের স্তবরূপ যে প্রতারনা করে, তারও প্রশংসা তাঁরা করেন(ঘ)।

নিজের উপরে দেবত্ব আরোপনরূপ প্রতারণার জন্য যে ধারণা জন্মায়, তাতেই বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাই 'নিজের দুটি বাহুর মধ্যে অপর দুটি বাহু লুকিয়ে আছে' মনে মনে এরূপ ভাবতে থাকেন। (ঙ) এবং নিজের ললাটে

তান্ রাজ্ঞ ইতি শেষঃ, অবাধেন অযথার্থস্বমতস্বীকরণান্নিতান্তমূর্খত্ববোধেনেতি ভাবঃ। প্রতারণকুশলৈঃ ধূর্ত্তজনৈঃ অমানুষোচিতাভির্দেবতাযোগ্যাভিঃ। বিত্তমদেন ধনগর্বেণ মত্তানি চিত্তানি যেষাং তে, নিশ্চেতনতয়া মুগ্ধতয়া হেতুনা, তথৈব 'এতে যথা বদন্তি তথৈবাহম্' ইতি ইত্থম্ আত্মনি স্বস্মিন্ আরোপিতঃ অলীকাভিমানো মিথ্যাহঙ্কারো যৈস্তে, মর্ত্যস্য মরণযোগিনো মনুষ্যস্যেব ধর্মা রোগজরামরণাদয়ো যেষাং তে তাদৃশাঃ সন্তোঽপি, আত্মানম্ স্বম্, দিব্যস্য স্বর্গীয়স্য দেবস্য অংশেন অবতীর্ণমিব, অতএব সদৈবতমিব দেবাধিষ্ঠিতমিব। অনয়োঃ প্রথমা ক্রিয়োত্প্রেক্ষা, দ্বিতীয়া চ গুণোত্প্রেক্ষালঙ্কারঃ অতিমানুষং মানুষমতিক্রান্তম্, উতপ্রেক্ষমাণাঃ সম্ভাবয়ন্তঃ অতএব প্রারব্ধাঃ প্রদর্শয়িতুমুপক্রান্তাঃ দিব্যোচিতা দেবতাযোগ্যাঃ চেষ্টাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ সমুদ্রতরণাদিব্যাপারাঃ অনুভাবাঃ শাপমাত্রেণ শত্রুবিনাশাদিপ্রভাবা যৈস্তে, অতএব সর্বজনস্যোপহাস্যতামুপয়ন্তি।

(ঘ) আত্মেতি। কিঞ্চ, আত্মবিড়ম্বনাম্ আত্মন্যবিদ্যমানগুণারোপণরূপাং প্রতারণাম্। অভিনন্দন্তি সাধুবাদেন সাদরং প্রশংসন্তি।

(ঙ) মনসেতি। কিঞ্চ, দেবতাধ্যারোপণং ধূর্তৈরাত্মনি দেবত্বারোপণমেব প্রতারণা তয়া সম্ভূতা উৎপন্না সা সম্ভাবনা আত্মনি দেবত্বমননং তয়া উপহতা বিনাশিতবুদ্ধয়ঃ সন্তঃ, মনসা আত্মবাহুযুগলম্, অন্তঃপ্রবিষ্টম্ অভ্যন্তরগতত্বেনা-

---

(৭২) বিপ্রতারণা।

Scanned with CamScanner

ত্বগন্তরিত তৃতীয় লোচনং স্বললাটমাশঙ্কন্তে (চ)

(দর্শনপ্রদানমপি[৭৩] অনুগ্রহং গণয়ন্তি, দৃষ্টিপাতমপ্যুপকারপক্ষে স্থাপয়ন্তি, সম্ভাষণমপি সংবিভাগমধ্যে কুর্বন্তি, আজ্ঞামপি বরপ্রদানং মন্যন্তে, স্পর্শমপি[৭৪] পাবনমাকলয়ন্তি(ছ)।)

আর একটি চক্ষু চর্মদ্বারা আবৃত হয়ে রয়েছে' এরূপও ভাবতে থাকেন। (চ) দর্শন দান করাটাও যেন অনুগ্রহ করা বলে মনে করেন, দৃষ্টিপাতকেও উপকার রূপে মনে করেন, আদেশ করাকেও যেন বরদান করলেন বলে ভাবেন এবং স্পর্শ করাটাও যেন পবিত্রতা জনক বলে মনে করেন।

(ছ) মিথ্যা মাহাত্ম্যের গর্বে ভর করে দেবতাগণকেও প্রণাম করেন না, ব্রাহ্মণদের পূজা করেন না, মাননীয় ব্যক্তিবর্গকে সম্মান দেখান না, পূজনীয়

দৃশ্যম্ অপরং ভুজদ্বয়ং যস্য তত্তাদৃশং সম্ভাবয়ন্তি মন্যন্তে। অত্র ভুজদ্বয় স্যান্তঃপ্রবেশোত্‌প্রেক্ষণাত্‌ ক্রিয়োত্‌প্রেক্ষালঙ্কারঃ তেন চাত্মানো নারায়ণত্বং ধ্বন্যত ইত্যলঙ্কারেণ বস্তুধ্বনিঃ। তথা বাহুভুজেতি ভিন্নানুপূর্বীক পর্য্যায় শব্দদ্বয়োপাদানাদ্ভগ্নপ্রক্রমতাদোষঃ, স চ আত্মবাহুযুগলমন্তঃ প্রবিষ্টদ্বয়মিবেতি পাঠেন সমাধেয়ঃ।

(চ) ত্বগিতি। স্বললাটম্ ত্বচা চর্মণা অন্তরিতম্ আবৃতং তৃতীয়ং লোচনং যত্র তাদৃশম্, আশঙ্কন্তে সম্ভাবয়ন্তি। এতেনাত্মনঃ শিবত্বং ধ্বন্যত ইতি বস্তুনা বস্তুধ্বনিঃ।

(ছ) দর্শনমিতি। সম্ভাষণমালাপমপি, সংবিভগমধ্যে বিভাগপূর্বক দেয়দ্রব্যদানমধ্যে, কুর্বন্তি অর্পয়ন্তি দেবদ্রব্যদানজন্যসন্তোষ আলাপেনৈব জাত ইতি মন্যত ইবেত্যর্থঃ। পাবনং পবিত্রতাজনকম্ আকলয়ন্তি ভাবয়ন্তি। অত্র প্রত্যেকবাক্যে যথাসম্ভবং প্রতীয়মানোত্‌প্রেক্ষালঙ্কারঃ।

---

(৭৩) প্রদানেহপি। (৭৪) সংস্পর্শমপি

Scanned with CamScanner

মিথ্যামাহাত্ম্যগর্বনির্ভরাশ্চ ন প্রণমন্তি দেবতাভ্যঃ, ন পূজয়ন্তি দ্বিজাতীন্[৭৫], ন মানয়ন্তি মান্যান্, নার্চয়ন্ত্যর্চনীয়ান্, নাভিবাদয়ন্ত্যভিবাদনার্হান্, নাভ্যুত্তিষ্ঠন্তি, গুরূন্। (জ)।

অনর্থকায়াসান্তরিতবিষয়োপভোগ[৭৬] - সুখমিত্যুপহসন্তি বিদ্বজ্জনম্[৭৭]। জরাবৈক্লব্যপ্রলপিতমিতি পশ্যন্তি বৃদ্ধজনোপদেশম্[৭৮], আত্মপ্রজ্ঞাপরিভব ইত্যসূয়ন্তি সচিবোপদেশায়, কুপ্যন্তি হিতবাদিনে(ঝ)

ব্যক্তিদের পূজা করেন না, অভিবাদনযোগ্য ব্যক্তিদের অভিবাদন করেন না এবং গুরুজনদের দেখেও উঠে দাঁড়ান না। (জ) এরা অনর্থক পরিশ্রমে বিষয়সম্ভোগের সুখ দূর হয়েছে - এরূপ ভেবে পণ্ডিতদের উপহাস করে থাকেন, 'এনারা বার্দ্ধক্যের কারণে বুদ্ধির অস্থিরতার জন্য কতকগুলি প্রলাপ বকছেন' - একথা ভেবে বৃদ্ধদের উপদেশকে অসার বলে মনে করেন, 'এটা আপনার বুদ্ধির তিরস্কার করা হচ্ছে' - এরূপ মনে করে মন্ত্রিদের উপদেশের দোষ আবিস্কার করেন, যে হিতকর কথা বলে তার উপরেই তাঁরা ক্রুদ্ধ হন।

(ঝ) এভাবে সর্বপ্রকারে তাঁর প্রশংসা করেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন,

---

(জ) মিথ্যেতি। কিঞ্চ মিথ্যামাহাত্ম্যেন অলীকাত্মমহিম্না যো গর্বোঽহঙ্কা রস্তেন নির্ভরাঃ পরিপূর্ণাঃ। দ্বিজাতীন্ ব্রাহ্মণান্ ন পূজয়ন্তি নমস্কারাদিনা ন প্রীণয়ন্তি। মান্যান্ শ্বশুরাদীন্। অর্চনীয়ানুপাধ্যায়াদীন্। অভিবাদনার্হান্ পুরোহিতাদীন্। গুরূন্ নাভ্যুত্তিষ্ঠন্তি লক্ষ্যীকৃত্য গাত্রোত্থানং ন কুর্বন্তি।

(ঝ) অনর্থকেতি। অনর্থকেন নিষ্ফলেন আয়াসেন বিদ্যার্জনপরিশ্রমেণ যাগাদ্যনুষ্ঠানশ্রমেণ বা অন্তরিতং ব্যবহিতম্ অপাস্তং বিষয়োপভোগসুখং যেন তম্, ইত্যস্মাদেব হেতোঃ বিদ্বজ্জনম্ উপহসন্তি, জড়ত্ববোধেনেতি ভাবঃ। জরয়া বার্দ্ধক্যেন যদ্বৈক্লব্যং মতেরস্থিরতা, তেন প্রলপিতং জল্পিতম্ ইতি কৃত্বা বৃদ্ধজনোপদেশং পশ্যন্তি অসারং মন্যন্তে। আত্মপ্রজ্ঞা যাঃ সুবুদ্ধেঃ পরিভবস্তিরস্কারোঽয়মিতি কৃত্বা সচিবোপদেশায় অসূয়ন্তি, দোষাবিষ্কারপূর্বকং

---

(৭৫) দ্বিজান্। (৭৬) অন্তরিতোপভোগ (৭৭) বিদ্বজ্জনশীলম্ (৭৮) ন পশ্যন্তি বৃদ্ধোপদেশম্।

Scanned with CamScanner

(সর্বথা তমভিনন্দন্তি, তমালপন্তি, তং পার্শ্বে কুর্বন্তি, তং সংবর্ধয়ন্তি, তেন সহ সুখমবতিষ্ঠন্তে, (তস্মৈ দদাতি, তং মিত্রতামুপনয়ন্তি[৭৯], তস্য বচনং শৃন্বন্তি, তত্র বর্ষন্তি, তং বহু মন্যন্তে, তমাপ্তুতামাপাদয়ন্তি[৮০] যোঽহর্নিশমনবরতমুপরচিতাঞ্জলিরধিদৈবতমিব বিগতান্যকর্ত্তব্যঃ স্তৌতি, যো বা মাহাত্ম্যমুদ্ভাবয়তি (ঞ)।)

তাঁকে কাছে রাখেন, সাহায্যে করে উন্নতি করে দেন, তাঁর সঙ্গে সুখে অবস্থান করেন, তাঁকে দান করেন, তাঁর সঙ্গে মিত্রতা করেন, তাঁর বাক্য শোনেন, তাঁকে সবসময় ধনসম্পদ দান করেন, তাঁকেই আদর করেন এবং তাঁকে সবদিক থেকে বিশ্বাসের পাত্র করে থাকেন, যে ব্যক্তি দিবারাত্রি সর্বদা অন্যকাজ পরিত্যাগ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে, উপাস্য দেবতার মত কেবল স্তব করে, অথবা যে ব্যক্তি মাহাত্ম্য ঘোষণা করে (ঞ)।

ক্রুধ্যন্তি। 'ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপ' ইতি চতুর্থী। তথা হিতবাদিনে জনায় কুপ্যন্তি।

(ঞ) সর্বথেতি। অভিনন্দন্তি প্রশংসন্তি। সংবর্ধয়ন্তি নানাসাহায্যেন উন্নময়ন্তি। তং মিত্রং কুর্বন্তীত্যর্থঃ। নয়তির্দ্বিকর্মকঃ। তত্র বর্ষন্তি তস্মৈ অবিরতং ধনানি বিতরন্তি। তস্মৈ দদতীত্যনেন তু কাচিত্কং বসনাভরণাদিপারিতোষিকদানমুক্ত-মিত্যপৌনরুক্ত্যম্। বহু মন্যন্তে অদ্রিয়ন্তে। আপ্তুতামাপাদয়ন্তি বিশ্বস্ততাং প্রাপয়ন্তি।

য ইতি। যো জনঃ বিগতং দূরীভূতম্ অন্যত্ কর্তব্যং যস্য স তাদৃশঃ সন্। উপরচিতাঞ্জলিঃ কৃতাঞ্জলিঃ। অধিদৈবতমিব উপাস্যদেবতামিব স্তৌতি। অত্রোপমালঙ্কারঃ। যো বা জনঃ মাহাত্ম্যমুদ্ভাবয়তি হরিহরাদ্যবতারত্বরূপং মহিমানং যুক্ত্যা আবিষ্করোতি। তত্র তমভিনন্দন্তীত্যাদিতচ্ছব্দান্বিতবাক্যানাং বিধেয়সূচকানাং প্রাক্পাঠত্ উদ্দেশ্যসূচকয়োশ্চযচ্ছব্দান্বিতবাক্যয়োঃ পরত্র পাঠাদ্বাক্যগতবিধেয়া-বিমর্শদোষঃ, স চ যচ্ছব্দান্বিতবাক্যয়োঃ প্রাক্পাঠেন সমাধেয়ঃ।

---

(৭৯) তস্য মন্ত্রিতাম্, তং মিত্রতামুপজনয়ন্তি।

(৮০) তমাত্মনাপাদয়ন্তি, তস্মাদ্বিভ্যতি।

Scanned with CamScanner

শব্দার্থ ও টীকা

শব্দার্থ - অপরে (অপরাপর রাজারা) তু (কিন্তু) স্বার্থনিষ্পাদনপরৈঃ (স্বার্থসাধনে রত) ধন (ধনরূপ) - পিশিত (লেগেথাকা) গ্রাস (খাদ্য) গৃধ্রৈঃ (শকুনির মত) আস্থান (রাজসভায়) নলিনীবকৈঃ (পদ্মবনে অবস্থিত বকের মত) 'স্তুতিভিঃ প্রতার্য্যমাণাঃ সর্বজনস্যোপহাস্যতামুপয়ান্তি' অংশের সঙ্গে আলোচ্য অংশের সম্পর্ক।

. দ্যূতং (জুয়াখেলাকে) বিনোদ ইতি (আমোদ বলে) পরদারাভি গমনং (পরস্ত্রীসম্ভোগকে) বৈদগ্ধ্যমিতি (চতুরত্ব বলে) মৃগয়া (শিকারকে) শ্রম ইতি (পরিশ্রম বলে) পানং (মদ্যপানকে) বিলাস ইতি (বিলাস

আলোচনা - অপর একদল রাজা আছেন তাঁদের সভায় কতকগুলি ধূর্তলোক অবস্থান করে। নিজেদের কার্য্যসাধনের জন্যই এবং ধনসম্পদ আহরনের জন্যই তারা রাজার আশ্রয় নেয়। শকুনিরা যেভাবে হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকা মাংসের লোভে শিকরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি পরের ধনসম্পদ গ্রহণের জন্যই এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। বকেরা পদ্মবনে চুপ করে বসে থাকে পদ্মের আড়ালে। মাছেরা তা বুঝতেও পারেনা। যখনই মাছেরা জলের উপরে ভেসে ওঠে তক্ষুনি ঐসব লুকিয়ে থাকা বক তাদের গ্রাস করে। তেমনি ভাবে পদ্মের মত মনোহর রাজসভায় বকের মতই বঞ্চক ব্যক্তিরা বসে থাকে এবং রাজসভার সদস্যের ছদ্মবেশে সাধারণ জনতাকে ঠকায়[১]। এরূপ স্তাবকদের সঙ্গে কোন আলোচনা না করার কথাই উদ্যোগপর্বে বিদুর বলেছেন। - 'অল্পপ্রজ্ঞৈঃ সহ মন্ত্রং ন কুয্যান্ন দীর্ঘসূত্রৈরলসৈশ্চারনৈশ্চ।।' এখানে পরম্পরিত-রূপক অলঙ্কার হয়েছেন

---

(১) এখানকার চিত্রকল্পটি চমৎকার। রাজসভার সুযোগসন্ধানী লোকেদের চিত্র বকের ও শকুনের উপমায় চমৎকার ভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। 'ধন-পিশিত-গ্রাস-গৃধ্রৈঃ' পদে তাদের প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। রাজসভার বর্ণনা প্রসঙ্গে পদ্মসরোবরের চিত্রটি আবার সৌন্দর্যের প্রকাশক হয়েছে। এক একজন জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি এখানে স্বমহিমায় প্রকাশিত থাকেন পদ্মের মত। পদ্মের গন্ধ যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি তাঁদের খ্যাতির সুগন্ধও সর্বত্র পরিব্যপ্ত হয়। শকুন এবং বকের এরূপ চিত্রকল্প সংস্কৃতসাহিত্যের বহুস্থলেই দেখা যায়।

Scanned with CamScanner

বলে) প্রমত্ততা (অনবধানতাকে) শৌর্যমিতি (বীরত্ব বলে) স্বদারপরিত্যাগঃ (নিজের স্ত্রী ত্যাগ করাকে) অব্যসনিতা (অনাশক্তি বলে) গুরুবচনাবধীরণম্ (গুরুদেবের বাক্যকে অবজ্ঞা দেখিয়ে লঙ্ঘন করাকে) অপর-প্রণেয়ত্বং (স্বাধীনতার প্রকাশ বলে) অজিতভৃত্যতা (ভৃত্যরূপ সেবকদের স্বাধীনতাকে) সুখোপসেব্যত্বমিতি (সুখে সেবা করা বলে) নৃত্য-গীত-বাদ্য-বেশ্যাভিসক্তিঃ (নৃত্য, গীত, বাদ্যও বেশ্যাদের প্রতি আসক্তিকে) রসিকতেতি (রসিকতা বলে) মহাপরাধানাকর্ণনং (মহা অপরাধের কথাকে কানে না তোলাকে) মহনুভাবতেতি (মহানুভাবতা বলে) পরিভবসহত্বং (অন্যের দ্বারা তিরস্কার সহ্যকরাকে) ক্ষমেতি (ক্ষমাগুণ বলে) স্বচ্ছন্দতা (স্বেচ্ছাচারিতাকে) প্রভুত্বমিতি (প্রভুত্ববলে) দেবাবমাননং (দেবতার অবমাননাকে) মহাসত্ত্বতেতি (মহাবলশালীতার পরিচয় বলে), বন্দিজনখ্যাতিঃ (স্তুতি পাঠকদের প্রশংসাকে) যশঃ ইতি (খ্যাতি বলে) তরলতা (চপলতাকে) উৎসাহ ইতি (উৎসাহ বলে), অবিশেষজ্ঞতা (সূক্ষ্মভাবে কোন কাজের পর্য্যালোচনা না করাকে) অপক্ষপাতিত্বমিতি (অপক্ষপাতিত্ব বলে) [ভাবে]।

আলোচনা - রাজসভায় অবস্থিত স্বার্থসম্পাদক ধূর্তরা রাজাকে বোঝায় যে পাশাখেলা হল অমোদ। প্রকৃতপক্ষে এই পাশা খেলাকে ভারতীয়রা ভাল দৃষ্টিতে দেখেন নি। ঋগ্বেদের দশমমন্ডলের ৩৪ সূক্তে পাশাখেলার করুণ পরিণাম দেখান হয়েছে এবং ১৩ নম্বর মন্ত্রে কবষঋষি বলেছেন - 'অক্ষৈঃ মা দীব্যঃ কৃষিমিত্ কৃষস্ব, বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ'। অর্থাৎ হে দ্যূতকার! পাশা কখনো খেল না, বরং কৃষিকাজ কর। তাতে যা লাভ হয় সেই লাভে সন্তুষ্ট হও এবং নিজেকে কৃতার্থ বোধ কর। মনুর ধর্মশাস্ত্রে (৭।৪৭) কামজ দশ প্রকার ব্যসনের মধ্যে মৃগয়াকে রাখা হয়েছে - 'মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ। তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।।' অর্থাৎ মৃগয়া, পাশাখেলা, পরস্ত্রীভোগ, ইত্যাদি ১০টি কামজ ব্যসন। ১০ প্রকার কামজ ব্যসনের মধ্যে চারটিকে অত্যন্ত নিন্দা করা হয়েছে। যেগুলি হল - মদ্যপান, পাশাখেলা, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়া। 'পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমম্। এতৎ কষ্টতমং

Scanned with CamScanner

বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে।।' (মনু ৭/৫০)। পাশাখেলার ফলে পাণ্ডবদের করুণ পরিণতির কথা মহাভারতে বলা হয়েছে। সভাপর্বে ৫৮ অধ্যায়ে পাশার নিন্দা করে বলা হল - 'দ্যূতে ক্ষত্তঃ কলহো বিদ্যতে নঃ কো বৈ দ্যূতং রোচতে বুধ্যমানঃ কিং বা ভবান্ মন্যতে যুক্তরূপং ভবদ্বাক্যে সর্ব এব স্থিতাঃ স্মঃ।' পুরাণ ও কাব্য আলোচনা করলে দেখা যায় পাশা অত্যন্ত প্রিয় খেলা ছিল এবং কোন কোন ধর্মানুষ্ঠানে রাত জেগে পাশা খেলার বিধানও পাওয়া যায়। বেদাদি শাস্ত্রে নিন্দত হলেও ধূর্তরা একে প্রশ্রয় দিত।

শাস্ত্রকারগণ পরস্ত্রীকে মাতার মত সম্মান করার উপদেশ দিয়েছেন 'পরদারেষু মাতৃবৎ'। পরিস্ত্রীসম্ভোগে যে মহাপাপ হয় সেকথা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র কার বর্ণনা করেছেন। বিদুর বলেছেন - 'হরণং চ পরস্বানাং পরদারাভিমর্ষণম্। সুহৃদশ্চ পরিত্যাগস্ত্রয়োদোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ।।' রাজনীতিবিদ্গণ বাস্তবক্ষেত্রে পরিস্ত্রীভোগকে বুদ্ধির চাতুর্য বলে মনে করেন। মহাভারতে এবং পুরাণে পরিস্ত্রীভোগের ঘটনা অনেক পাওয়া যায়। রতিসংপ্রয়োগে মিথ্যাকেও পাপহীনকর্ম বলা হয়েছে। পরস্ত্রী ভোগের প্রচ্ছন্ন সংকেত কৌটিল্যের রচনাতেও পাওয়া যায়। যেহেতু বুদ্ধিকৌশলে পরিস্ত্রীকে করায়ত্ত করে তারপর ভোগ করতে হয়, সেজন্য ধূর্তরা এই নিন্দিতকর্মকে বুদ্ধির উৎকর্ষজনক বলে মনে করে। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে একে ক্ষয়াবহ দোষ বলা হয়েছে-।

মনুসংহিতায় মৃগয়াকে কামজ ব্যসনের মধ্যে ধরা হয়েছে। যেহেতু এটি হিংসাত্মককর্ম এবং এর দ্বারা প্রাণীদের বিনাশ হয়, তাই মৃগয়া ধর্মশাস্ত্রে নিন্দিত হয়েছে। ধূর্তরা মৃগয়াকে ব্যসন হিসাবে ব্যাখ্যা করে নানা ভাবে তাকে সমর্থন করার চেষ্টা করেছে। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে বলা হয়েছে

- "মেদচ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ

সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।

উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে

মিথ্যেব ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ।। (২/৫)

ধূর্তরা মদ্যপানকে বিলাস বলে অভিহিত করে। মদ্যপান মনুর মতে ব্যসনের অন্তর্গত। মাতৃকাতন্ত্রেও (৪/২) ব্রাহ্মণাদির পক্ষে সুরাপনের নিষেধ

Scanned with CamScanner

আছে - 'ব্রাহ্মণস্তু সুরাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে'। নিরুত্তরতন্ত্রে একই কথা পাওয়া যায় - 'ব্রাহ্মণস্য সুরাপানে ব্রাহ্মণ্যং ত্যজতে ক্ষণাৎ'। পরবর্তী শাস্ত্রে তাই মদ্য দান করার ও গ্রহণকরার নিষেধ আছে- 'মদ্যমস্পর্শ্যমদেয়মগ্রাহ্যম্'। প্রবৃত্তিমার্গের সাধকেরা 'ন মাংস ভক্ষণে দোষঃ ন মদ্যে ন চ মৈথুনে' (মনুসংহিতা (৫/৫৬) ইত্যাদি উক্তির দ্বারা মদ্যপানকে সমর্থন করেন। তাঁদের মতে মদ্যপান হল বিলাস।

দৃঢ়মুষ্টিতে শত্রুর বিরুদ্ধাচরন দমন করা রাজার কর্তব্য। প্রজাবিদ্রোহ ঘটলে শৌর্যপ্রকাশের দ্বারা সেই বিদ্রোহ দমন করা উচিত। তা না হলে রাজার উচ্ছেদ ঘটে। অথচ অলস ব্যক্তিরা বিদ্রোহকে দেখেও দেখ না বা এজন্য উদ্বিগ্নও হয় না। একেই তারা বলে বীরত্ব।

অনাসক্ত ব্যক্তি স্ত্রীকামী হয় না। দুষ্টরা স্বস্ত্রীকে পরিত্যাগ করে এবং তার প্রতি কর্তব্যবিমুখ হয়। একে তারা অনাসক্তি বলে ব্যাখ্যা করতে চায়। পরন্তু ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিনা কারণে স্ত্রীপরিত্যাগকে নিন্দা করেছেন। স্বস্ত্রীর প্রতি আসক্তি কখনো স্ত্রীব্যসন হতে পারে না। দুষ্টরা স্ত্রীপরিত্যাগকে অব্যসন বলে ব্যাখ্যা করে পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়।

গুরুজনের বাক্য মেনে চলাই ধর্ম। তাঁরা মঙ্গলকামনায় যে উপদেশ দেন তা মানার মধ্যে পরাধীনতা থাকে না। অথচ গুরুজনের বাক্যকে অবমাননার দ্বারা দুষ্টরা আত্মস্বাধীনতা দেখাতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এটি হিতকামীকে অনাদর প্রদর্শনরূপ দোষ। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে এরূপ ব্যক্তিকে মূঢ়চেতা বলা হয়েছে - 'শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যো ন দদাতি দৈবতানি ন চার্চতি। সুহৃন্মিত্রং ন লভতে তমাহুর্মূঢ় চেতসম্।।' (প্রজাগরপর্ব)

ভৃত্যদের স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নেওয়াকে তারা সুখে শুশ্রূষা বলে অভিহিত করে। এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিলে তারা ক্রমশই বিদ্রোহী হবে এবং প্রভুকে অবজ্ঞা করতে থাকবে। এভাবে ভৃত্যবর্গের প্রিয় হওয়া যায় না। তাদের দণ্ডের দ্বারা জয় করার উপদেশই শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

মনু কামজ ব্যসনের মধ্যে তৌর্যত্রিক বা নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে ধরেছেন। এসবের প্রতি অতি আসক্তি ব্যক্তিকে কর্তব্যভ্রষ্ট করে। বেশ্যাসক্তিও এরূপ ভাবে

Scanned with CamScanner

নিন্দিত কর্ম। অথচ দুষ্টরা এগুলিকে রসগ্রাহিতা গুণ বলেই ব্যাখ্যা করতে চায়। বাস্তবিক পক্ষে এগুলি কামজদোষ।

প্রজাদের মহা অপরাধের কথা শুনেও তা নাশোনার ভান করা অত্যন্ত দোষাবহ ঘটনা। দোষকে অকিঞ্চিৎকর বলে অবজ্ঞা দেখানোতে রাজার শক্তিহীনতাই প্রকাশিত হয়, মহত্ব প্রকাশিত হয় না। একই ভাবে অপরের তিরস্কারকে ক্ষমা প্রদর্শন বলেও অবজ্ঞা করা উচিৎ নয়। ক্ষমা শক্তের ধর্ম, শক্তিহীনের ধর্ম নয়। এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে শাস্ত্রকার বলেন - 'শক্তিবৈকল্যনম্রস্য নিঃসারত্বাল্লঘীয়সঃ। জন্মিনো মানহীনস্য তৃণস্য চ সমাগতিঃ।।' 'ক্ষমাবশীকৃতো লোকঃ' উক্তির অপব্যাখা করে দুষ্টকে ক্ষমা দেখান কোনসময় ধর্ম হতে পারে না।

স্বেচ্ছাচারিতাকে দুষ্টরা প্রভুত্ব বলে ব্যাখ্যা করে। প্রভুত্ব বা স্বাধীনতা কোনসময় স্বেচ্ছাচার হতে পারে না। স্বাধীনকেও সামাজিক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। ধর্মশাস্ত্রে রাজাকে অনন্তশক্তিমান হিসাবে বর্ণনা করা হলেও তার স্বেচ্ছাচারকে শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেননি। স্বেচ্ছাচারী অকারণে পরের অনর্থ ঘটান, যা মহাদোষ বলে বিবেচিত হয়। উদোগপর্বের অন্তর্গত প্রজাগর পর্বে তাই বিদুর বলেছেন- 'অশিষ্যং শাস্তি যো রাজন্, যশ্চ শিষ্যং ন শাস্তি চ, কদর্থং ভজতে যশ্চ তমাহুর্মূঢ়চেতসম্।।'

দেবতাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের মাধ্যমে দুষ্টরা নিজেদের মহা বলশলিতার পরিচয় দেয়। প্রকৃতপক্ষে তা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। দেবতাকে সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা ব্যক্তি নিজেই মহান হয়ে ওঠে, দেবতার কোন ক্ষুদ্রতা ঘটেনা। সূর্যের প্রতি লাঠি দেখালে সূর্যের মহত্বহানি ঘটে না, অথচ ব্যক্তির নীচতা তার দ্বারা প্রকটিত হয়। প্রজ্ঞাবান ও অনাস্তিক হওয়াই পণ্ডিতের লক্ষণ। প্রজাগর পর্বে বিদুরের উক্তি হল - 'নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে। অনাস্তিকঃ শ্রদ্ধধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্।।'

স্তুতিপাঠকেরা রাজার কাছ থেকে বেতন পায় বলে সকাল-সন্ধ্যায় তারা রাজার স্তুতি করে। তাদের স্তুতির দ্বারা রাজার খ্যাতি বিস্তৃত হয় না। অথচ অলসেরা সেই স্তুতিকেই যশ বলে মনে করে। সকল কাজে চপলতাকে তারা উৎসাহ বলে মনে করে। চপল ব্যক্তি কোন চিন্তাভাবনার দ্বারা কাজে প্রবৃত্ত

Scanned with CamScanner

হয় না বলে প্রকৃত সাফল্য লাভ করে না। কোন কাজ করতে গেলে সূক্ষ্মভাবে মন্ত্রণাকরে এগোতে হয়। চপলের পক্ষে সূক্ষ্ম মন্ত্রণা অসম্ভব, কারণ ধীর না হলে মন্ত্রণা সম্ভব হয় না বা মন্ত্রগুপ্তিও থাকে না। বিষয়সম্পর্কে সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনার অভাবই চাপল্য। এই ভাবেই দুষ্টরা দোষকে গুণবলে সমাজে ব্যাখ্যা করতে চায়।

শব্দার্থ - দোষান্ অপি (দোষ সমুহকেও) গুণপক্ষম্ (গুণহিসাবে) অধ্যারোপয়দ্ভিঃ (আরোপকারী ব্যক্তিগণ) অন্তঃ (মনে মনে) স্বয়মপি (নিজেরাই) বিহসদ্ভিঃ (হাস্যকারীদের) প্রতারণকুশলৈঃ (প্রতারণানিপুণ) ধূর্তৈঃ (ধূর্তদের দ্বারা) অমানুষোচিতাভিঃ স্তুতিভিঃ (অমানবিক দেবতুল্য স্তুতির দ্বারা) প্রতার্য্যমানা (প্রতারিত হয়ে) বিত্তমদমত্তচিত্তা (ধনসম্পদের অহঙ্কারে মদমত্ত চিত্ত হয়ে) নিশ্চেতনয়া (চৈতন্যহীন হয়ে) তথৈব (সেই ভাবেই) আত্মনি (নিজের উপর) আরোপিত-অলীক-অভিমানাঃ (মিথ্যা অভিমান আরোপ করে) মর্ত্ত্যধর্মাণোঽপি (মরণধর্মী জীব হলেও) দিব্যাংসাবতীর্ণমিব (দেবতার অংশে আবির্ভূত ব্যক্তির মতই) সদৈবতম্ ইব (দেবতা হিসাবে) অতিমানুষম্ (অতিমানবিক শক্তিসম্পন্ন হিসাবে) আত্মানম্ (নিজেকে) উৎপ্রেক্ষমাণাঃ (দেখাতে থাকে) প্রারব্ধ-দিব্যোচিত-চেষ্টানুভাবাঃ (দেবতাদের মত কাজকর্মও ক্ষমতা দেখাতে আরম্ভ করে) সর্বজনস্য উপহাস্যতাম্ (সমস্ত লোকের উপহাসের পাত্রে) উপযান্তি (পরিণত হয়)।

আলোচনা - ধূর্তব্যক্তিরা দোষসমূহকে রাজার কাছে গুণ বলে ব্যাখ্যা করতে থাকে। এভাবে মিথ্যা ব্যাখ্যা দেবার সময় তারা নিজেদের প্রতারণাবুদ্ধির উৎকর্ষ দেখে মনে মনে হাসে। রাজার মত ব্যক্তিকেও বোকা বানাতে পেরেছে বলে ধূর্তরা নিজেদের বুদ্ধির তারিফ করার জন্য মনে মনে হাসে। রাজারা ধনী হবার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই আত্মগর্বে স্ফীত হন। তাঁরা ভাবেন যে - 'এরা (ধূর্তরা) যেভাবে আমার প্রশংসা করছে আমি বাস্তবিক পক্ষেই সেরূপ অসাধারণ গুণসম্পন্ন'। তাই পরের স্তুতিতে আত্মচৈতন্য লুপ্ত হয়ে মিথ্যা অভিমানে স্ফীত হতে থাকেন। তাঁরা সত্যিসত্যিই নিজেদের দেবগুণসম্পন্ন বা দেবতার অংশে আবির্ভূত বলে ভাবতে থাকেন। ধূর্তদের কথাকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য

Scanned with CamScanner

দেবতাদের মত কাজ করতে থাকেন এবং সেইরকম প্রভাব দেখাতে থাকেন। দেবতারা অজর অমর; অথচ তাঁরা মর্তের মরণধর্মা জীব, একথা ভুলে যান। নিজেদের দেবতুল্য দেখাতে গিয়ে (ইচ্ছামাত্র সমুদ্র পার হওয়া, শাপ দিয়ে শত্রুকে দগ্ধ করা ইত্যাদি প্রভাব দেখাতে গিয়ে) সকলের কাছে এনারা হাসির পাত্র হয়ে ওঠেন। জরাসন্ধ বা দ্বিতীয়বাসুদেবের মধ্যে এরূপ ভাবে দেবতা হয়ে ওঠার হাস্যাস্পদ প্রচেষ্টাকে মহাভারতকার দেখিয়েছেন।

এখানে ক্রিয়োত্প্রেক্ষা এবং গুণোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

শব্দার্থ - আত্মবিড়ম্বনঞ্চ (আত্মবিড়ম্বনা) অনুজীবিনা জনেন (অনুজীবি ভৃত্যবর্গের দ্বারা) ক্রিয়মাণম্ (করা হতে থাকলে) [সেই স্তুতিকেই] অভিনন্দন্তি (অভিনন্দন জানাতে থাকেন)।

আলোচনা - রাজারা প্রকৃত বিচারবোধ হারিয়ে ফেলেন বলে অনুজীবিদের স্তুতিকে সত্য বলে ভাবতে থাকেন ও অভিনন্দন জানান। একবারের জন্যও বোঝেন না যে তারা স্তাবকমাত্র। এভাবে সামনে স্তুতি করে জনসমাজে রাজাকে হাস্যাস্পদ করাই তাদের কাজ।

শব্দার্থ- মনসা (মনে মনে) দেবতাধ্যারোপণপ্রতারণা-সম্ভূত-সম্ভাবনোপহতা (নিজের উপরে দেবতাত্ব স্থাপন রূপ প্রতারণাবশতঃ যে ধারণা জন্মায় তার দ্বারা ভাবিত হয়ে) চ (এবং) অন্তঃ প্রবিষ্টাপর ভুজদ্বয়ম্ ইব (নিজের দেহের মধ্যে অপর দুটি হাত যেন লুকিয়ে আছে মনে করে) আত্মবাহুযুগলং (নিজের অধিক দুটি হাতের কথা) সম্ভাবয়ন্তি (চিন্তা করেন).

আলোচনা - ব্যাসদেব সম্পর্কে তাঁর ভক্তরা বলেন -'অদ্বিবাহুপরো হরিঃ' অর্থাৎ দুটি হাত ছাড়া বিষ্ণু হলেন তিনি। বিষ্ণুমূর্তির চারটি হাত থাকলেও ব্যাসের মানুষের মতই দুটি হাত ছিল। অথচ জ্ঞানের ব্যাপ্তিতে ও অলৌকিক শক্তিতে তিনি ছিলেন হরির মতই মহান্। রাজাও তেমনি ত্রিলোকপালক বিষ্ণুর মত সর্বশক্তিমান। স্তাবকেরা তাঁর প্রশংসা করায় তিনিও মনে মনে তেমনটিই ভাবতে থাকেন। তিনি ভাবেন যে তাঁর অপর দুটি হাত দেহের ভিতরে প্রবিষ্ট

Scanned with CamScanner

হয়ে আছে বলে সেদুটিকে দেখা যাচ্ছে না। তাই অন্তরঙ্গে বিষ্ণুর মত ব্যাপক শক্তির অধিকারী হলেও বহিরঙ্গে তিনি দ্বিভুজ মূর্তিতে অবস্থান করছেন।

বাহুযুগল ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে আছে এরূপ উৎপ্রেক্ষা করায় ক্রিয়োত্‌প্রেক্ষা নামক অলংকার হয়েছে। এভাবেই তাঁর বিষ্ণুত্ব প্রকটিত হয়েছে। অলংকার প্রয়োগের দ্বারা রাজার বিষ্ণুরূপটিকে ব্যক্ত করা হয়েছে বলে অলঙ্কারের দ্বারা বস্তুধ্বনি হয়েছে। একই পদের মধ্যে 'ভুজদ্বয়ম্' ও 'বাহুদ্বয়ম্' অংশদুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় ভগ্নপ্রক্রমতা নামক দোষ হয়েছে। আলঙ্কারিকেরা মনে করেন এক্ষেত্রে - 'আত্মবাহুযুগলমন্তঃপ্রবিষ্টদ্বয়মিব' এরূপ পাঠ করলে আলোচ্য অংশে ভগ্নপ্রক্রমতা দোষটি থাকবে না।

শব্দার্থ - ত্বগন্তরিততৃতীয়লোচনং (গায়ের ত্বক্ বা চামড়ার ভিতরে তৃতীয় আর একটি চোখ লুকিয়ে আছে) স্বললাটম্ (নিজের কপালের মধ্যে) আশঙ্কন্তে (এরূপ মনে করেন)।

আলোচনা - আত্মগর্বে স্ফীতহয়ে চাটুকারদের কথা অনুসারে রাজারা নিজেদের ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব বলে ভাবতে থাকেন। মহাদেবের কপালে একটি তৃতীয় নেত্র থাকলেও এদের কপালে সেরূপ তৃতীয় নেত্র থাকে না। তাঁরা মনে করেন যে ত্বকের তলায় লুকিয়ে আছে এরূপ তৃতীয় নেত্রটি। তাঁদের প্রখর বুদ্ধি ও দিব্যদৃষ্টি সেই তৃতীয় নেত্রের ফলশ্রুতি স্বরূপ। ব্যাসের শিষ্যরা তাঁকে 'অভাললোচনঃ শম্ভু' বলে অভিহিত করেছিলেন - একথা এক্ষেত্রে স্মরণীয়। এখানে মহাদেবের সঙ্গে রাজার তুলনা হয়েছে। আগের মতই অলংকারের দ্বারা বস্তুধ্বনি প্রকাশিত হয়েছে।

শব্দার্থ - দর্শনপ্রদানমপি (প্রজাদের দর্শন দেওয়াকেও) অনুগ্রহং (অনুগ্রহ হিসাবে) গণয়ন্তি (মনে করেন) দৃষ্টিপাতম্ (কারো প্রতি সুদৃষ্টিতে তাকানকে) অপি (ও) উপকারপক্ষে স্থাপয়ন্তি (তার উপকার করা হচ্ছে বলে মনে করেন) সম্ভাষণমপি (কারো সঙ্গে আলোচনা করাকেও) সংবিভাগমধ্যে (বিভাগ করে ধনসম্পদ দান করা বলে) কুর্বন্তি (গণনা করেন বা ভাবেন)। আজ্ঞাম্ অপি (আদেশ করাকেও যেন) বরপ্রদানং (বর দান করা বলে) মন্যন্তে (মনে করেন) স্পর্শমপি

Scanned with CamScanner

(কারোকে স্পর্শকরাটাও) পাবনম্ আকলয়ন্তি (পবিত্রতা জনক বলে মনে করেন)।

আলোচনা - আদর্শ রাজার কাজ হল প্রত্যেকদিন মন্ত্রীদের সঙ্গে বিশেষ রাজকার্যবিষয়ে আলোচনা এবং তারপরে সর্বসাধারণের আলোচনা ও অভিযোগ শোনার জন্য রাজসভায় উপবেশন। এই সময় প্রয়োজন অনুসারে কাউকে দান করতে হবে, কাউকে আলিঙ্গন করতে হবে, কারো প্রণাম গ্রহণ করতে হবে আবার কাউকে ভয়হীনতার বর দিতে হবে। এগুলি রাজার নিত্যকর্তব্য। তা না করলে দোষ হবে। এইসব কাজের মাধ্যমে প্রজাদের সঙ্গে রাজার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। তাই বলা হয় - 'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ'। ভারতীয় দৃষ্টিতে রাজার আদর্শ হল - 'প্রজানাঞ্চ প্রিয়ম্ হিতম্'। রঘুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ যেভাবে কামোপভোগে রতহয়ে রাজকার্যে অবহেলা দেখিয়েছেন তেমনি কুসংসর্গে পড়ে দুষ্ট রাজাও কর্তব্যকে উপকার বলে ভাবেন। তাই এরূপ অচরণ করেন। দুষ্টের উপদেশে আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে কর্তব্যকর্মকেও পরোপকার বলে এনারা গণ্য করেন। এখানে প্রায় প্রত্যেকটি বাক্যেই প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে।

শব্দার্থ - মিথ্যামাহাত্ম্যগর্বনির্ভরাশ্চ (মিথ্যা মাহাত্ম্যের গর্বে ভর করে) [এনারা] ন প্রণমন্তি (প্রণাম করেন না) দেবতাভ্যঃ (দেবতাদের) , ন পূজয়ন্তি (পূজা করেন না) দ্বিজাতীন্ (ব্রাহ্মণগণকে), ন মানয়ন্তি (সম্মান দেখান না) মান্যান্ (মাননীয় ব্যক্তিদের), নার্চয়ন্তি (অর্চনা করেন না) অর্চনীয়ান্ (পূজনীয় ব্যক্তিবর্গকে) নাভিবাদয়ন্তি (অভিবাদন জানান না) অভিবাদনার্হান্ (অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে) নাভ্যুত্তিষ্টন্তি (উঠে দাঁড়ান না) গুরূন্ (গুরুজনদের দেখলে)।

আলোচনা - আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে চাটুকারের মতকেই যখন লোকে সত্য বলে মনে করে তখন সবাইকে সে তাচ্ছিল্য দেখায় এবং লোকব্যবহারের মাত্রা অতিক্রম করে। মনু রাজাকে নিত্য দৈবকর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। অথচ গর্বে স্ফীত হয়ে রাজা আত্মস্বাতন্ত্র্য দেখাবার জন্য দেবতাদের প্রণাম করেন না। দেবতারা অনুকূল না হলে রাজ্যে বৃষ্টি ইত্যাদি হবে না, ফলে খাদ্যাভাবে প্রজা

Scanned with CamScanner

অসন্তোষ দেখা দেবে। তাছাড়া প্রজারাও দেবতার অবমাননা করবে এবং রাজাকে দেবস্বরূপ জ্ঞান করে সম্মান দেখাবেনা। অতএব দেবতাদের প্রণাম না করে নিজের বিনাশের পথ এনারা প্রশস্ত করেন। প্রজাপতি তাই প্রজাদের সৃষ্টির পর দেবতা ও মানুষদের পারস্পরিক ভাবনা করতে বলেছিলেন। গীতার ভাষায় - 'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।' (৩/১১)

গুরুকুল থেকে প্রত্যাগত বিদ্বান স্নাতক বিপ্রকে প্রত্যেকদিন পূজা করা ও দান করা রাজার কর্তব্যকর্ম বলে মনু নির্দেশ করেছেন- 'আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্ বিপ্রানাং পূজকো ভবেত্। নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষে নিধিব্রাহ্মোঽভিধীয়তে।।'(৭/৮২) অথচ অহমিকায় স্ফীত ব্যক্তি বর্ণগুরু ব্রাহ্মণকে নমস্কারাদির দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করেন না। বিদুর বলেছেন-'অষ্টৌ পূর্বনিমিত্তানি নরস্য বিনশিষ্যতঃ। ব্রাহ্মণান্ প্রথমং দ্বেষ্টি ব্রাহ্মণৈশ্চ বিরুধ্যতে। ব্রাহ্মণস্বানি চাদত্তে ব্রাহ্মণাংশ্চজিঘাংসতি। রমতে নিন্দয়া চৈষাং প্রশংসাং নাভিনন্দতি।।' উদ্ধত রাজা শ্বশুর প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিদের ও সম্মান দেখান না। উপাধ্যায় প্রভৃতি মাননীয় আচার্য্যদের প্রতি সর্বদা অবজ্ঞা দেখান। উপাধ্যায়ের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে এই জীবনে কৃতার্থতা প্রাপ্তি ঘটে বলে সর্বদাই তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। শাস্ত্রের দৃষ্টিতে জন্মদাতা পিতার থেকেও উপাধ্যায় ও আচার্য্য অধিক মাননীয়, কারণ জ্ঞানজন্মই শ্রেষ্ট জন্ম। পুরোহিত প্রভৃতিকে দেখে অভিবাদন করার কথা শাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাকে এক্ষেত্রে অভিবাদন বলা হয়েছে। পায়ে হাত দিলে ছোট হয়ে যাবেন বলে গর্বে উদ্ধত রাজারা কাউকে অভিবাদন করেন না। গুরুজনকে দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখান ভারতীয় রীতি। আত্মগর্বোদ্ধত ব্যক্তিরা এভাবে উঠে দাঁড়িয়ে গুরুজনকে সম্মান প্রদর্শন করেন না।

শব্দার্থ - অনর্থকায়াস-অন্তরিত-বিষয়োপভোগ (অনর্থক বিদ্যার্জনাদি পরিশ্রমের দ্বারা অথবা হোমাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা কামিনী সংসর্গকে বা বিষয়ভোগকে) সুখম্ ইতি (সুখ বলে) [মনেকরার জন্য] উপহসন্তি (উপহাস করেন) বিদ্বজ্জনম্ (পন্ডিতদের), জরাবৈক্লব্য -প্রলপিতম্ ইতি (বার্দ্ধক্যের কারণে জরায় বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে বলে প্রলাপ বকছে)

Scanned with CamScanner

পশ্যন্তি (দেখেন) বৃদ্ধজনোপদেশম্ (বৃদ্ধব্যক্তিগণের উপদেশকে), আত্মপ্রজ্ঞাপরিভব (এটা নিজের বুদ্ধিকে তিরস্কার কার হচ্ছে) ইতি অসূয়ন্তি (এভাবে দোষ আবিস্কার করেন) সচিবোপদেশায় (মন্ত্রিদের উপদেশে), কুপ্যন্তি (ক্রোধ প্রকাশ করেন) হিতবাদিনে (হিতবাক্য কথনকারীকে)

আলোচনা - বিষয়োপভোগে যাদের চিত্ত আকৃষ্ট তারা কখনো বিদ্যালাভ করতে পারে না। তাই বলা হয় - 'ভোগার্থীচেৎ ত্যজেৎ বিদ্যা, বিদ্যার্থী ভোগমুত্সৃজেত্'। ব্রহ্মচর্য্যদশায় মধুমাংস বা কামিনীভোগকে শাস্ত্রকারগণ নিষিদ্ধ বলেছেন। যাঁরা সংযত জীবন যাপনের দ্বারা বিদ্যা অর্জন করে ধন্য হয়েছেন এবং স্বেচ্ছায় ভোগকে বিসর্জন করেছেন তাঁদের প্রতি উপহাস করেন মদমত্তচিত্তের নৃপতিগণ। অনর্থক ভোগসুখকে ত্যাগ করা অযৌক্তিক বলে এই সব কুনৃপতিগণ মনে করেন।

রাজাকে বৃদ্ধানুশাসনে অবস্থানের কথা মনু, কৌটিল্য প্রভৃতি রাজনীতি বিদ্‌গণ বলেছেন - 'তিষ্টেৎ বৃদ্ধানুশাসনে'। বৃদ্ধরা তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে জগতকে উপলব্ধি করেছেন বলে - সকলকে অনিত্য সুখভোগ জর্ননের উপদেশ দেন। ধর্মোপদেশ দেওয়াই বৃদ্ধদের কাজ। মহাভারতে তাই বলা হয়েছে - 'ন তে বৃদ্ধা যে ন বদন্তি ধর্মম্'। কুনৃপতিগণ এরূপ নিবৃত্তিবর্গের উপদেশকে বার্দ্ধক্য জনিত প্রলাপ বলে মনে করেন। ভোগসুখে অক্ষমতার জন্যই বৃদ্ধরা অপরকে সেই সুখবঞ্চিত হবার উপদেশ দেয় - এটাই দুষ্টদের অভিপ্রায়।

মূর্খরা সর্বদাই নিজেকে মতিমান ভাবে। অথচ মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকার রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে নিজের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর না করে মন্ত্রিদের সঙ্গে মন্ত্রণার কথা বলেছেন -'অপি যৎ সুকরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্। বিশেষতোঽসহায়েন কিমু রাজ্যং মহোদয়ম্।।' (মনু ৭/৫৫)। মন্ত্রিদের উপদেশ নিলে স্বাতন্ত্র্যের হানি ঘটবে - এই অজুহাতে গর্বস্ফীত ব্যক্তিরা মন্ত্রিদের সৎ উপদেশে সর্বদাই দোষ আবিস্কার করে এবং উপদেশকে প্রত্যাখ্যান করে। এভাবে তাদের প্রত্যাখ্যান করার ফলে বাস্তবে অসাফল্যই পায়। এই কারণেই বিচক্ষণ ব্যক্তি তাদের সঙ্গে অলোচনা করে তবে কর্মারম্ভ করবেন - এটা মনুর উপদেশ। 'তেন সার্ধং বিনিশ্চিত্য ততঃ কর্ম সমারভেত্' (৭/৫৯)। হিতসাধকের বাক্যকে সর্বদা অবহেলা

Scanned with CamScanner

করা এবং তাঁদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়াই এদের স্বভাব। এভাবে ক্রোধ ও দর্প আত্মম্ভরীদের বিনাশের কারণ হয়। পণ্ডিতব্যক্তি এরূপ ভুল করেননা। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে বিদুর তাই বলেছেন - 'ক্রোধো হর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রীঃ স্তম্ভো মান্যমানিতা। যমর্থান্নাপ কর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে।।' (প্রজাগরপর্ব),

---

শব্দার্থ - সর্বথা (সর্বপ্রকারে) তম্ (তাকেই) অভিনন্দন্তি (অভিনন্দন জানান বা প্রশংসা করেন), তম্ (তার সঙ্গেই) আলপন্তি (আলাপ করেন), তং (তাকেই) পার্শ্বে কুর্বন্তি (কাছে কাছে রাখেন), তম্ (তাকেই) সংবর্দ্ধয়ন্তি (নানা সাহায্যের দ্বারা উন্নতির চেষ্টা করেন), তেন সহ (তার সঙ্গেই) সুখম্ অবতিষ্ঠন্তে (সুখে অবস্থান করেন), তস্মৈ (তাকেই) দদাতি (দান করেন), তং (তার সঙ্গে) মিত্রতাম্ উপনয়ন্তি (বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন), তস্য (তার) বচনম্ (কথা) শৃন্বন্তি (শোনেন), তত্র (সেখানেই) বর্ষন্তি (ধন-সম্পদ দান করেন), তং (তাকেই) বহু মন্যন্তে (আদর করেন), তম্ (তাকেই) আপ্ততাম্ (বিশ্বাসের পাত্র হিসাবে) উপপাদয়ন্তি (উপস্থাপিত করেন)।

আলোচনা—স্তাবকতার দ্বারা রাজার মন জয় করতে পারলে তাঁর কাছ থেকে অনেক সুযোগ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে সত্যভাষণের দ্বারা রাজার বিরক্তি উৎপাদন করলে বিনাশের রাস্তা প্রশস্ত হয়। এরূপ ব্যক্তিকে রাজা বিশ্বাস করেন না। এই কারণেই শাস্ত্রকারগণ বলেছেন—'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নাণৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।' স্তাবকদের কাছে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করেন বলে তাদেরই রাজা সর্বদা রাজসভায় অভিনন্দন জানান। তাদের সঙ্গেই কথোপকথন পছন্দ করেন এবং কাছে কাছে রাখেন। এরা রূঢ় সমালোচক নয় বলেই তাদের সান্নিধ্য রাজার পক্ষে সুখকর। যেহেতু স্তাবকদেরই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন রাজারা অকৃত্রিম বন্ধু বলে মনে করেন তাই তাদের প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করেন। বন্ধুত্বের প্রতিদান হিসাবে তাদের যেমন মধুর বাক্যের দ্বারা সভায় সম্বর্ধনা জানান তেমনি ধনসম্পদও দান করেন। এভাবেই স্তাবকতার মোহে আবদ্ধ রাজারা আত্মবিনাশের পথ প্রশস্ত করেন।

Scanned with CamScanner

শুকনাসোপদেশের মূল কথা

মহারাজ তারাপীড় তাঁর পুত্র চন্দ্রাপীড়কে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করার ব্যাপারে মনস্থির করলে এবং সেই অভিষেক কাল সমাগত হলে চন্দ্রাপীড় একদা মন্ত্রী শুকনাসের নিকট সমাগত হলেন। দর্শনাভিলাষে সমাগত রাজপুত্রকে আরো বিনীত করে তোলার জন্য উপদেশ প্রসঙ্গে তিনি বললেন-

যৌবন অত্যন্ত দুর্দান্তকাল। তখন মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে অহংকার বাস বাঁধে। তাই চন্দ্রাপীড় সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও এবং ধীর স্বভাবাপন্ন হলেও তাকে সতর্ক করা প্রয়োজন। সম্পদের গর্বের মত বিষয়ের আকর্ষণ তখন যুবমানসে প্রমত্ততা ছড়ায়। যৌবন, দেহগতসৌন্দর্য, শক্তি এবং প্রভুত্ব গুণগুলি একান্ত অনর্থকর। এই চারটি গুণের সমাবেশ কারো মধ্যে ঘটলে তার ফল আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে। যৌবনের দোষে শাস্ত্রজ্ঞানী ব্যক্তির চিত্তও কলুষিত হয়ে ওঠে। বিষয়সুখের আস্বাদে যার চিত্ত পরিপূরিত হয়েছে তার হৃদয়ে কোন উপদেশের আলোই প্রবেশ করে না। যেহেতু বিষয়মোহ চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়কে আচ্ছাদিত করেনি, তাই এই সময়ই তাকে উপদেশের পক্ষে যথাযথ কাল।

যৌবনে রজোগুণের কারণে মানুষের স্বভাবে ভ্রম উৎপন্ন হয়। তখন প্রবল বাতাস যেভাবে শুক্‌নো পাতাকে অনেকদূরে টেনে নিয়ে যায় সেভাবেই স্বভাব মানুষকে অগম্য স্থানে নিয়ে যায়। জল যেমন স্বাভাবিক ভাবে মধুর না হলেও কষায় রসযুক্ত রসনায় মধুর বলে প্রতিভাত হয়, তেমনি যৌবনে কামক্রোধাদিযুক্ত চিত্তে কামিনী-কাঞ্চনাদি ভোগ্যবস্তু অতি মধুর বলে প্রতিভাত হয়। তবুও চন্দ্রাপীড়কে তিনি উপদেশ দেবেন। কারণ তার চিত্ত এখনও নির্মল। গুরুর উপদেশবাক্য মঙ্গলকর হলেও অসজ্জনের কর্ণে প্রবিষ্ট হলে তা বেদনা জন্মায় এবং সজ্জনের কর্ণে প্রবিষ্ট হলে কর্ণালঙ্কারের মত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। সদ্‌গুরুর উপদেশে অন্তরিন্দ্রিয় পবিত্র হয়ে ওঠে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা দুষ্প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে না। মানুষ জরাহীন বার্ধক্য, জলস্নানহীন ও উদ্বেগহীন সার্থকতা লাভ করতে পারে সদ্‌গুরুর উপদেশের দ্বারা। কিন্তু রাজপুত্রদের এরূপ সদুপদেশ দিতে কেউ ইচ্ছা করে না, কারণ তাদের অনুগ্রহলাভের জন্য চাটুকারিতা করাই লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

রাজারা, ধনসম্পদের মিথ্যা অভিমানে উন্মত্ত হয় এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

Scanned with CamScanner

চন্দ্রাপীড় যেহেতু মঙ্গলকামী, তাই তাকে লক্ষ্মীর স্বভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। চঞ্চল স্বভাবা লক্ষ্মীকে যেমন অনেক কষ্টে লাভ করতে হয়, তেমনি কষ্টের সঙ্গে তাকে পরিপালন করতে হয়। চঞ্চলা লক্ষ্মী কোন ব্যক্তিকেই খাতির করেন না বা কুল, শীল, বংশমর্য্যাদা, বিদ্যা, ধর্ম প্রভৃতি কোন গুণকেই গ্রাহ্য করেন না। তিনি জনগণকে উন্মত্ত করে তোলেন। বিদ্বান, জ্ঞানবান, দাতা, বা মনস্বীকে অতিসহজেই তিনি প্রত্যাখ্যান করে মুহূর্তে অন্যকে আশ্রয় করেন। নীচস্বভাবা লক্ষ্মীর দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে পরে প্রত্যাখ্যাত হন নি এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল।

এই দুশ্চরিত্রা লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষ লাভ করলে রাজাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তাঁরা সম্পদের মোহে বিহ্বল হয়ে এমন ভাব দেখান যে অঙ্গের ভারও যেন বহন করতে পারছেন না। তখন তাঁদের কথা বলতেও যেন কষ্ট হয়। সম্মুখস্থ বন্ধুজনকেও তারা দেখতে পান না বা মহামন্ত্র পাঠেও তাঁদের চৈতন্য হয় না। তাঁরা এতই অধঃপতিত হন যে নিজেদের বুঝতেও যেন অসমর্থ হন।

নির্বোধ রাজাদের চারপাশে চাটুকারেরা ভিড় করে মিথ্যা কথার মোহে তাঁকে অভিভূত করে। চতুর, স্বার্থপর বঞ্চক ঐসব ব্যক্তিরা নির্বোধ রাজাদের দোষগুলিকে গুণ হিসাবে ব্যাখা করতে থাকে। তারা বোঝায় - পাশা খেলা হল আমোদ, মদ্যপান হল বিলাস, মত্ততা প্রদর্শন হল বীরত্ব, স্বেচ্ছাচারিতাই হল প্রভুত্ব, চঞ্চলতাই হল উৎসাহ। চাটুকারদের মুখ থেকে এসব কথা শুনতে শুনতে রাজারা নিজেদের মহত্তম বলে ভাবতে থাকেন। এভাবে প্রতারণানিপুণ ধূর্ত্ত লোকেরা দোষগুলিকেও গুণের দলে আরোপ করে এবং নিজেরাই মনে মনে উপহাস করে দেবতার মতন স্তবের দ্বারা রাজাদের প্রতারণা করতে থাকে। রাজারা একে ধনের অহঙ্কারে উন্মত্ত; তাতে চাটুকারদের স্তবে চৈতন্যহীন হয়ে মিথ্যা স্তুতিকেই সত্য বলে ভাবতে থাকেন। মানুষ হয়েও নিজেদের যেন দেবতার অংশে অবতীর্ণ, অথবা কোন দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত বলে ভেবে দেবতার মত কাজ ও প্রভাব দেখাতে গিয়ে সমস্ত লোকের কাছে উপহাসাস্পদ হয়ে পড়েন।

রাজারা নিজেদের এতটাই মহৎ বলে ভাবতে থাকেন যে পরের সংস্রবে আসা তো দূরের কথা কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করাটাও যেন অনুগ্রহ করা বলে মনে করেন, আদেশ করাকেও যেন বরদান করলেন বলে ভাবেন এবং স্পর্শ

Scanned with CamScanner

করাটাকেও যেন পবিত্রতা জনক বলে মনে করেন। মিথ্যা মাহাত্ম্যের গর্বে ভর করে দেবতাগণকেও তাঁরা প্রণাম করেন না। ব্রাহ্মণদের ও পূজা করেন না। এমনকি মাননীয় ব্যক্তিদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেন না। তাঁরা পন্ডিতদের উপহাস করেন, বৃদ্ধজনের উপদেশকে প্রলাপবাক্য বলে মনে করেন এবং মন্ত্রীদের হিতকর বাক্যে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। মন্ত্রীদের বাক্য অনুসারে চলাটা এনাদের কাছে আত্মবুদ্ধির অবমাননা বলে প্রতিভাত হয়। সেইসব লোকেদের প্রতিই তাঁরা প্রসন্ন হন, যারা সর্বদা নিষ্কর্মার মত দিনরাত নিকটে বসে থেকে কৃতাঞ্জলি পুটে ইষ্ট দেবতার মত রাজাদের স্তুতি করে চলে। এরূপ চাটুকারদেরই তাঁরা ধন বিতরণ করেন এবং বিশ্বাস ভাজন বলে মনে করেন।

চন্দ্রাপীড় যেন যৌবনের এই সব দোষের দ্বারা আক্রান্ত না হন। তিনি যেন সতর্কভাবে সজ্জনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং হাস্যকর আচরণের দ্বারা লোকের উপহাসের পাত্র না হয়ে ওঠেন।

Scanned with CamScanner